93

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 22 APR 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

পরীক্ষা নিয়ে কেন এ ঘাপলা ?

এ দেশে সমস্যা সৃষ্টির জন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ বা দিনক্ষণ যে লাগে না, তা আরেকবার প্রমাণিত হলো। সারা দেশে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে কাল থেকে গভীর আগ্রহ, প্রত্যাশা নিয়ে অংশ নিয়েছে প্রায় ৮ লাখ ছাত্রছাত্রী আর উদ্বিগ্ন অভিভাবক। এ সময় কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা, কোন উচ্ছৃঙ্খলতা, কোন দুর্নীতি আর ঘাপলা থেকে সৃষ্ট অস্বাভাবিক পরিস্থিতির খবর শোনার জন্য মানসিকভাবে কেউই প্রস্তুত নয়। কিন্তু এদেশবাসীর ভাগ্য এমন যে, প্রস্তুতি থাকুক বা না থাকুক শুনতেই হয়। যেমন শুনতে হচ্ছে 'যশোর বোর্ডের ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রী এবার এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারবে না,' 'প্রবেশপত্র না পাওয়ায় বরিশাল, ভোলা ও পটুয়াখালীতে ২২শ' পরীক্ষার্থী বিক্ষোভ-ভাংচুর চালাচ্ছে', 'ভোলায় দুইদিনের হরতাল ডাকা হয়েছে,' 'পটুয়াখালীতে বোর্ড কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে,' 'হরতাল ও বোমাবৃষ্টির হুমকি' ইত্যাদি খবর। গত বুধবার পর্যন্ত বিভিন্ন সংবাদপত্রে উপরোক্ত শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টগুলো থেকে জানা যায় যে, যশোর বোর্ডের অধীনে এবারকার এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা দিতে না পারা কোন সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এটা নিঃসন্দেহে এক নজীরবিহীন কেলেঙ্কারি। এই কেলেঙ্কারির মূলে রয়েছে দুর্নীতি। যশোর বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারী আর স্কুলসমূহে এক শ্রেণীর শিক্ষকের দুর্নীতি। নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির পরীক্ষার শেষ সুযোগ নিয়ে ঢালাও পাসের সুবিধা নিতে আগ্রহী হাজার হাজার নিম্নতর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ নিয়ে তাঁরা রেজিস্ট্রেশনে ঘাপলা করেন এবং অবৈধভাবে ফরম পূরণ করান। কিন্তু দুর্নীতিটা ফাঁস হয়ে যায় এবং ১৫ হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র লাভে বঞ্চিত হয়। এখন প্রার্থিতা বাতিল হয়ে যাওয়ায় এই ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ এবং জঙ্গী। তারা পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ কিংবা টাকা ফেরত দাবি করছে। নইলে হরতাল করবে, বোমাবৃষ্টি করবে এমনকি যারা প্রবেশপত্র পেয়েছে তাদেরকেও পরীক্ষার হলে যেতে বাধা দেবে। বিক্ষুব্ধ এসব ছাত্রছাত্রীর অভিযোগ হচ্ছে, যারা তাদের নিকট থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিল তাদের অর্থাৎ বোর্ডের সেই দুর্নীতিবাজ কর্মচারী আর স্কুলসমূহের দুর্নীতিবাজ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ১৫ হাজার পরীক্ষার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা অন্যায়।

যশোর মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অবশ্য দুর্নীতির ঘটনা তদন্তের জন্য একটি ৩ সদস্যের কমিটি গঠন করেছেন। কিন্তু কমিটি নাকি এখনও তদন্ত শুরু করেনি কিংবা করলেও এর গতি খুব মন্থর। কিন্তু কবে তদন্ত শুরু হবে, কবে তার ফলাফল জানা যাবে এবং কবে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তার জন্য চলমান ঘটনাবলী অপেক্ষা করবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। আসলে তদন্ত কমিটি গঠিত হওয়া উচিত ছিল অনেক আগে। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ব্যাপারে রেজিস্ট্রেশনের নতুন নিয়ম চালু হবার পর পরই রেজিস্ট্রেশন নিয়ে ঘাপলাবাজি শুরু হয়েছিল এ বছরের শুরুতেই। নিয়মবহির্ভূতভাবে রেজিস্ট্রেশনের কারবার যে হতে পারে, কিংবা তা যে চলছে সেই খবর বোর্ড কর্তৃপক্ষের তো অজানা ছিল না। নিয়ম বহির্ভূত রেজিস্ট্রেশন বাতিলের ঘোষণা দেয়ার পর থেকে যে বিক্ষোভ, ঘেরাও চলছিল এবং সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজরা যে প্রতারিত ছাত্রছাত্রীদের 'সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে' বলে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছিল তাও বোর্ড কর্তৃপক্ষের অগোচরে থাকার কথা নয়। কাজেই পরিস্থিতি একেবারে 'শিরে সংক্রান্তি' পর্যায়ে চলে যাবার আগে কেন ঘাপলাটির ব্যাপারে তদন্ত হলো না বা উপযুক্ত পদক্ষেপ গৃহীত হতে পারল না, তা বোঝা গেল না। আমাদের দেশের সর্বক্ষেত্রে সমস্যাকে সঙ্কটে রূপান্তরিত হবার সুযোগদানের যে ট্র্যাডিশন গড়ে উঠেছে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ক্ষমতা যেন আজ কারও নেই।